প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে শুরু করলেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে ইসরায়েল-গাজা সংঘাতসহ ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি পুনরায় ঝুঁকির মুখে পড়ে। আইএমএফ এর মতে ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতির ৩.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। সংস্থাটি পূর্ভাবাস দিয়েছে যে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালেও একই হারে (৩.২ শতাংশ) বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি হবে। বাংলাদেশ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক দক্ষ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কোভিড-১৯ এর ধাক্কা সফলভাবে কাটিয়ে উঠেছে বাংলাদেশ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও ইসরায়েল-গাজা সংঘাতসহ ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব উত্তরণেও সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫.৮২ শতাংশ এবং মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় ৩,০৬,১৪৪ টাকা (২,৭৮৪ ইউএস ডলার) হবে বলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করেছে। দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমদানি যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৬২ বিলিয়ন ইউএস ডলার অতিক্রম করবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ৫৫.৫৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ইউএস ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় ১৩.০৬ শতাংশ অবচিতি হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৫.০৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার রেমিট্যান্স পাওয়া গিয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৬০ শতাংশ বেশি। ২১ মে ২০২৪ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ ২৪.০৯ বিলিয়ন ইউএস ডলারে দাঁড়িয়েছে। অনুকূল পরিবেশ থাকলে বাংলাদেশের অর্থনীতি শীঘ্রই পূর্বের ধারাবাহিক স্থিতিশীল উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিপথে ফিরে আসবে মর্মে আশা করা যায়।

বিশ্ব অর্থনীতি

বৈশ্বিক অর্থনীতি কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে শুরু করলেও ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া ইসরায়েল-গাজা সংঘাতসহ ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি পুনরায় ঝুঁকির মুখে পড়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে তাদের পূর্বাভাস সংশোধন করেছে। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিচুয়েশন এন্ড প্রসপেক্টস ২০২৪' অনুসারে ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতির ২.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। উক্ত রিপোর্টে ২০২৪ সালে ২.৪ শতাংশ এবং ২০২৫ সালে ২.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে মর্মে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টস, জানুয়ারি ২০২৪' অনুযায়ী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে যথাক্রমে ২.৪ এবং ২.৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যেখানে ২০২৩ সালে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২.৬ শতাংশ। উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২৩ সালের ১.৫ শতাংশ থেকে ২০২৪ সালে ১.২ শতাংশে নেমে আসবে এবং ২০২৫ সালে তা ১.৬ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে বিকাশমান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ২০২৩ সালের প্রবৃদ্ধি ৪.০ শতাংশ হলেও ২০২৪ সালে তা ৩.৯ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, ১৯৯০ এর দশকের পর ২০২০-২০২৪ সময়কে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি দশকের সবচেয়ে দুর্বল সূচনাকাল হিসেবে প্রতিবেদনে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপি মুদ্রাস্ফীতির লাগাম টানতে কঠোর মুদ্রানীতির প্রভাব, ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্বল (Feeble) বিশ্ববাণিজ্য ও বিনিয়োগের কারণে চলতি বছরে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি আরও মন্থর হতে পারে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (WEO), এপ্রিল ২০২৪' এ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) অনুমান করেছে যে, বিশ্ব অর্থনীতি ২০২৪ ও ২০২৫ এ দুই বছরই ৩.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। উক্ত প্রতিবেদনে WEO এর ২০২৪ সালের জানুয়ারির আপডেট এর তুলনায় ২০২৪ সালের পূর্বাভাস ০.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি হলেও ২০২৫ সালের পূর্বাভাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তাছাড়া উন্নত অর্থনীতিসমূহ ২০২৪ সালে ১.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে মর্মে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ এর সফল ব্যবস্থাপনার ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির গতিপথে প্রত্যাবর্তন করছিল, তখনই আবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল-গাজা সংকটসহ ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত উচ্চ মূল্যস্ফীতি প্রবৃদ্ধির গতিকে কমিয়ে দিচ্ছে। আইএমএফ কর্তৃক WEO জানুয়ারি ২০২৪

আপডেটের তুলনায় প্রায় সকল দেশের ক্ষেত্রেই কম প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২.৭ শতাংশ, যুক্তরাজ্য ০.৫ শতাংশ, জার্মানি ০.২ শতাংশ, ফ্রান্স ০.৭ শতাংশ, জাপান ০.৯ শতাংশ এবং কানাডা ১.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে মর্মে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে।

বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহে ২০২৪ সালে ৪.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে, যা WEO জানুয়ারি ২০২৪ আপডেটে করা পূর্বাভাসের চেয়ে ০.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। ভারত ৬.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং ২০২৪ সালের জানুয়ারির আপডেটের তুলনায় ০.৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। চীনের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ২০২৪ সালের জানুয়ারির আপডেটের মতো একই ৪.৬ শতাংশ রাখা হয়েছে। বিকাশমান এবং উন্নয়নশীল এশিয়ার অর্থনীতিসমূহ WEO এর জানুয়ারির আপডেটের মতো ২০২৪ সালে ৫.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২৪ সালে রাশিয়ান অর্থনীতির জন্য ৩.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। ২০২৪ সালে বিকাশমান এবং উন্নয়নশীল এশিয়ায় ৫.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে উন্নত অর্থনীতিসমূহে ১.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

সারণি ১.১: বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রকৃত	প্রক্ষেপণ		WEO এর জানুয়ারি ২০২৪ আপডেট থেকে পার্থক্য	
	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৪	২০২৫
বিশ্ব অর্থনীতি	৩.২	৩.২	৩.২	০.১	০.০
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	১.৬	১.৭	১.৮	০.২	০.০
যুক্তরাষ্ট্র	২.৫	২.৭	১.৯	০.৬	০.২
ইউরো অঞ্চল	০.৪	০.৮	১.৫	-০.১	-০.২
যুক্তরাজ্য	০.১	০.৫	১.৫	-০.১	-০.১
জার্মানি	-০.৩	০.২	১.৩	-০.৩	-০.৩
ফ্রান্স	০.৯	০.৭	১.৪	-০.৩	-০.৩
জাপান	১.৯	০.৯	১.০	০.০	০.২
কানাডা	১.১	১.২	২.৩	-০.২	০.০
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৩	৪.২	৪.২	০.১	০.০
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৫.৬	৫.২	৪.৯	০.০	০.১
চীন	৫.২	৪.৬	৪.১	০.০	০.০
ভারত	৭.৮	৬.৮	৬.৫	০.৩	০.০
আসিয়ান-৫*	৪.১	৪.৫	৪.৬	-০.২	০.২

উৎস: World Economic Outlook (WEO), April 2024, IMF.

*আসিয়ান-৫ দেশসমূহ: ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। ২০১৫-১৬ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৭.০ শতাংশ ও ৭.৮৮ শতাংশ। তবে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হারও ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমে ৩.৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে সরকারের দক্ষ ও দূরদর্শী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ সফলভাবে কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় এবং দেশের অর্থনীতি পুনরায় উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিপথে ফিরে আসে। ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৯৪ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধসহ ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে বিশ্বব্যাপি সৃষ্ট মন্দার প্রভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার পুনরায় হ্রাস পেয়ে ৫.৭৮ শতাংশে দাঁড়ায়। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৫.৮২ শতাংশে।

জিডিপি ও জিএনআই

বিবিএস এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ৪৪,৯০,৮৪২ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৩৯,৭১,৭১৬ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.০৭ শতাংশ এবং স্থির মূল্যে এ হার ছিল ৫.৭৮ শতাংশ। বিবিএস কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫০,৪৮,০২৭ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৫,৫৭,১৮৫ কোটি টাকা বেশি।

আবার, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ২,৬২,৮৬৮ টাকা (২,৬৪৩ ইউএস ডলার), যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ২,৩১,৮৬১ টাকা (২,৬৮৭ ইউএস ডলার)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ২,৯৪,১৯১ টাকা (২,৬৭৫ ইউএস ডলার) হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) দাঁড়ায় ২,৭৩,৩৬০ টাকায় (২,৭৪৯ ইউএস ডলার), যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ২,৪১,০৪৭ টাকা (২,৭৯৩ ইউএস ডলার)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় ৩,০৬,১৪৪ টাকা (২,৭৮৪ ইউএস ডলার) হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির কারণে মার্কিন ডলারে মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের হ্রাস ঘটেছে কিংবা বৃদ্ধি কম হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

খাতভিত্তিক জিডিপি

বিবিএস এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি ৩.৩৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৩.০৫ শতাংশ। একই সময়ে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৮.৩৭ শতাংশ হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৯.৮৬ শতাংশ। সেবা খাত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে তা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৮৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম।

বিবিএস এর সাময়িক হিসাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি হবে ৩.২১ শতাংশ, যা বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ০.১৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান দাঁড়াবে ১১.০২ শতাংশে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ০.২৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। কৃষিখাতের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শস্য ও উদ্যান (Crops and horticulture) উপখাতের ক্ষেত্রে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সর্বোচ্চ অবদান প্রাক্কলিত হয়েছে, যা মোট জিডিপি'র ৫.১৫ শতাংশ।

শিল্প খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬.৬৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১.৭১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। জিডিপিতে শিল্পের অবদান হবে ৩৭.৯৫ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ০.৩০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। শিল্প খাতের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং (Manufacturing) উপখাতের ক্ষেত্রে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সর্বোচ্চ অবদান প্রাক্কলিত হয়েছে, যা মোট জিডিপি'র ২৫.০৭ শতাংশ।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ৫.৮০ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ০.৪৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। বিবিএস এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান দাঁড়াবে ৫১.০৪ শতাংশে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫১.০৫ শতাংশ। সেবা খাতের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরযান ও মোটরসাইকেল মেরামত উপখাতের ক্ষেত্রে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সর্বোচ্চ অবদান প্রাক্কলিত হয়েছে, যা মোট জিডিপি'র ১৫.৩২ শতাংশ। তাছাড়া রিয়েল এস্টেট, পরিবহন ও স্টোরেজ, আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা এবং শিক্ষা উপখাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

ভোগ ব্যয়

ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Method)-তে নিরূপিত জিডিপি-তে ভোগ ব্যয়, বিশেষ করে বেসরকারি ব্যয়ই জিডিপির সিংহভাগ হয়ে থাকে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভোগ ব্যয় অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৭০ শতাংশের বেশি। বিবিএস এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ সালে জিডিপিতে ভোগ ব্যয়ের অবদান ছিল ৭৪.২৪ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ৬৮.৫৮ শতাংশ এবং সাধারণ সরকারি খাতের অবদান ৫.৬৭ শতাংশ। তবে বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে ভোগ ব্যয়ের অবদান দাঁড়াবে ৭২.৩৯ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের ভোগ ব্যয় ৬৬.৭৮ শতাংশ এবং সরকারি খাতের ভোগ ব্যয় ৫.৬১ শতাংশ এবং মোট ভোগ ব্যয় গত অর্থবছরের তুলনায় ১.৮৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২০২২-২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৫.৭৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। একইভাবে, মোট জাতীয় সঞ্চয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপির ২৯.৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ০.৬০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। বিবিএস এর সাময়িক হিসাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জিডিপির ২৭.৬১ শতাংশ হবে, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ১.৮৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। একইভাবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট জাতীয় সঞ্চয় ৩১.৮৬ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ১.৯১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি।

জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদান ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩০.৯৫ শতাংশ ছিল, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১.১০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে ৩০.৯৫ শতাংশ অবদানের মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৪.১৮ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৬.৭৭ শতাংশ। জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ সামান্য হ্রাস পেয়েছে। বিবিএস এর সাময়িক হিসাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৩০.৯৮ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৩.৫১ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৭.৪৭ শতাংশ। মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.০৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি।

মূল্যস্ফীতি

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, খাদ্যসামগ্রী ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, কোভিড-১৯ অতিমারি ইত্যাদির মাঝেও বিগত এক দশকেরও বেশি সময়কাল যাবৎ সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত দেশে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬ শতাংশের

নিচে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬.১৫ শতাংশে। তবে ২০২২ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মূল্যস্তরে প্রভাব পড়ে এবং এর ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৯.০২ শতাংশে। তবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব পদক্ষেপের মধ্যে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতিতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন, ওএমএস-এর আওতা বৃদ্ধি, স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনার লক্ষ্যে প্রায় এক কোটি দরিদ্র পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানিতে শুল্ক হ্রাস, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদহার বৃদ্ধি, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রাজস্ব আহরণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩,৬৬,৬৩৯ কোটি টাকা (জিডিপির ৮.২%) রাজস্ব আহরণ করা হয়েছিল, যার মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব ৩,১৯,৭২৬ কোটি টাকা, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৭,৯৭৯ কোটি টাকা এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ছিল ৩৮,৯৩৪ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪,৭৮,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৫ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৪,১০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.১%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৯,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪৯,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০%)। আইবাস++ থেকে ২০ মে ২০২৪ তারিখে প্রাপ্ত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ পর্যন্ত প্রথম নয় মাসে বৈদেশিক অনুদানসহ রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৮৭,৫৩৩ কোটি টাকা (সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৬০.১৫ শতাংশ), যার মধ্যে এনবিআর নিয়ন্ত্রিত কর রাজস্ব ২,৪৯,৩৯৯ কোটি টাকা, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৬,০৮৪ কোটি টাকা, কর ব্যতীত প্রাপ্তি ৩০,৮৬৪ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক অনুদান ১,১৮৬ কোটি টাকা।

সরকারি ব্যয়

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭,১৪,৪১৮ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৪.২ শতাংশ। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ৪,৫৩,২২৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.০%), মোট উন্নয়ন ব্যয় ২,৬০,০০৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.২%) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাবদ ব্যয় ২,৪৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৯%)। আইবাস++ থেকে ২০ মে ২০২৪ তারিখে প্রাপ্ত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত প্রথম নয় মাসে মোট ব্যয় হয়েছে ৩,৩০,৯২৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে পরিচালন ব্যয় ২,৪৮,৭৮০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ৮২,০৩৩ কোটি টাকা।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে ২,৩৬,৪১৮ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৪.৭১ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ৭৯,৭৯৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৬%) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১,৫৬,৬২৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.১%) সংস্থান করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ১,৫৫,৯৩৫ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ৬৯০ কোটি টাকা ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে নির্বাহ করা হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের অগ্রাধিকার খাত

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ২,৪৫,০০০ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ, স্বাস্থ্য ও কৃষিখাতে। এসব খাতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে, যা মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ২৫.৮২ শতাংশ।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমন ও বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি ও ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। উৎপাদনশীল খাতে অবাধ ঋণ যোগান নিশ্চিতকরণ এবং অর্থনীতিতে চলমান সংকটসমূহ প্রশমন ও নিয়ন্ত্রণ করাসহ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রানীতি প্রণীত হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের নিমিত্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত মুদ্রানীতির আওতায় চলমান নীতিগত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: নীতি সুদহার করিডোর +২০০ বেসিস পয়েন্ট থেকে কমিয়ে +১৫০ বেসিস পয়েন্ট করা, পলিসি রেট (ওভারনাইট রেপো সুদহার) ৭.৭৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে প্রথমে ৮.০০ শতাংশ এবং পরবর্তীতে তা আরো বৃদ্ধি করে ৮.৫০ শতাংশ, ব্যাংকসমূহের তারল্য

ব্যবস্থাপনা অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার লক্ষ্যে নীতি সুদহার করিডোরের উর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) এর ক্ষেত্রে সুদহার ৯.৭৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে প্রথমে ৯.৫০ শতাংশ ও পরবর্তীতে তা আবার বৃদ্ধি করে ১০.০০ শতাংশ, নীতি সুদহার করিডোরের নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) ৫.৭৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে প্রথমে ৬.৫০ শতাংশ এবং পরবর্তীতে তা আরো বৃদ্ধি করে ৭.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ, প্রভৃতি।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি নাগাদ ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) ৮.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রিজার্ভ মানি ০.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৬.০৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণ (বার্ষিক ভিত্তিক) ১২.১৪ শতাংশ বেড়েছে, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে ৯.৯৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ১২.১৪ শতাংশ ছিল। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে সরকারের নীট ঋণ ২২.৪৭ শতাংশ বেড়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৩৩.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সুদহার

সার্বিক অর্থনীতির গতিধারা বজায় রাখা ও দক্ষ ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য সুদহার যৌক্তিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঋণের বাজারভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রবর্তনের অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে ১ জুলাই ২০২৩ তারিখ থেকে SMART (Six Months Moving Average Rate of Treasury Bill) এর সাথে নির্ধারিত মার্জিন যোগ করে সুদহার নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তীতে ৮ মে ২০২৪ তারিখে তা প্রত্যাহার করে ব্যাংকখাতে ঋণের চাহিদা ও ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান সাপেক্ষে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বাজারভিত্তিক সুদহার নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ঋণ ও আমানতের সুদহার পরিসীমা প্রত্যাহারের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকের ঋণ ও আমানতের সুদহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত জুন'২৩ পরবর্তী সময়ে ঋণ এবং আমানত সুদহারে উর্ধ্বগামী ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঋণের ভারিত গড় সুদহার ফেব্রুয়ারি'২৩ শেষের ৭.২৭ শতাংশ থেকে মোটামুটি স্থিতিশীল থেকে জুন'২৩ শেষে ৭.৩১ শতাংশে দাঁড়ায় এবং পরবর্তীতে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে ১০.০৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে, ভারিত গড় আমানত সুদহার ফেব্রুয়ারি'২৩ শেষের ৪.৩১ শতাংশ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৩ শেষে ৪.৩৮ শতাংশে দাঁড়ায় এবং এর পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে ৫.০১ শতাংশে পৌঁছায়।

পুঁজি বাজার

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২৩ সালের জুন মাসে ছিল ৬৫৩টি, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে দাঁড়ায় ৬৫৮টি-তে। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭,৭২,০৭৮.০৪ কোটি টাকা যা ১.৪৭ শতাংশ কমে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৭,৬০,৭২৩.৪৮ কোটি টাকায়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি'র ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০২৩ সালের জুন মাস শেষে ছিল ৬,৩৪৪.০৯ পয়েন্ট, যা ১.৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে দাঁড়ায় ৬,২৫৪.৫৪ পয়েন্টে। ডিএসই'র মূল্য-আয় অনুপাত (পি/ই) ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে দাঁড়ায় ১২.৯৮ এ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) ছিল ১৪.৩৩।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২৩ সালের জুন মাসের ৬১৫টি থেকে বেড়ে ২০২৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি মাসে ৬৩৭টি-তে দাঁড়ায়। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৩৮,৯২৯.৫০ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০২৩ এর ৪,১৭,০৭৮.৫৯ কোটি টাকার তুলনায় ৫.২৪% শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭,৫৮,৫৫০.১৯ কোটি টাকা, যা ১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৭,৫৩,০০১.৩৬ কোটি টাকায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০২৩ সালের জুন শেষে ছিল ১৮,৭০২.২০ পয়েন্ট, যা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তে ৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭,৯২৮.৩৮ পয়েন্টে।

রপ্তানি

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৬.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫.৫৬ বিলিয়ন ইউএস ডলারে দাঁড়িয়েছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৩৮.৪৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ৩.৭১ শতাংশ বেশি। এ সময়ের মধ্যে, পণ্য-ভিত্তিক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত অর্থবছরের তুলনায় অনেক পণ্যের থেকে রপ্তানি আয়

বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু পণ্যের রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি আয় ৬২.০০ বিলিয়ন ইউএস ডলার হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমদানি

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৫.০৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৫.৮১ শতাংশ কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৪.১১ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১৫.৫০ ভাগ কম। বিলাস জাতীয় দ্রব্য ও অপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এলসি মার্জিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির ফলে আমদানি ব্যয় হ্রাস পেয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়

কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে হ্রাস পেলেও পরবর্তীতে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালে ৬,১৭,২০৯ জন, ২০২২ সালে ১১,৩৫,৮৭৩ জন এবং ২০২৩ সালে ১৩,০৫,৪৫৩ জন কর্মী বিদেশে গমন করেছে।

কোভিড-১৯ মহামারি পরবর্তীতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং চলমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও রেমিট্যান্সের অন্ত:প্রবাহের ক্রমাগত বৃদ্ধি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের হ্রাসকে কিছুটা স্থিতিশীল করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশি প্রবাসীগণ কর্তৃক প্রেরিত রেমিট্যান্স এর পরিমাণ ছিল ২১.৬১ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২.৭৫% বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৫.০৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার রেমিট্যান্স পাওয়া গিয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৬০% বেশি।

জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত রেমিট্যান্সের সিংহভাগ এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স অর্জিত হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। তারপরে রয়েছে যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, কুয়েত, মালয়েশিয়া, কাতার, ওমান, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি।

ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট (BOP)

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৬২৪ মিলিয়ন ইউএস ডলারে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ঘাটতি ১৩,৩৫৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৭৬ শতাংশ, যেখানে বিগত অর্থবছরের একই সময়ে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৯.৫৬ শতাংশ। আবার, বিলাস জাতীয় দ্রব্য ও অপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে আমদানি ১৫.৩৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে তা হ্রাস পেয়েছিল ১০.৩১ শতাংশ। তাছাড়া, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে রেমিট্যান্সের প্রবাহ ৭.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৪.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি। বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে চলতি হিসাব ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৪,৭৬২ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ঘাটতি ৩,৪৫৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার। আবার, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে মূলধনী হিসাবে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ১৯৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যা পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল উদ্বৃত্ত ২০৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার। তবে চলতি হিসাব ও মূলধনী হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকলেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট) ও বাণিজ্য ঋণ (নীট) এর পরিশোধ বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক হিসাবে ঘাটতি পূর্ববতী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৩৬০ মিলিয়ন ইউএস ডলারে দাঁড়ায়। ফলাফলস্বরূপ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪,৪৩৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ ঘাটতি ছিল ৭,৯৪৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার। সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের এ ঘাটতির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে ও বিনিময় হারে অবচিতি চাপ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি ছিল যথাক্রমে ৬,৬৫৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার ও ৮,২২২ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ইউএস ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল, যা ছিল মূলত বিপুল প্রবাসী আয় এবং রপ্তানি আয়ের বৃদ্ধির কারণে। তবে বিশ্ব বাজারে জ্বালানিসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, উন্নত দেশে সুদহার বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে। ২১ মে ২০২৪ তারিখে গ্রস বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৪.০৯ বিলিয়ন ইউএস ডলারে, যা ২১ মে ২০২৩ তারিখে ছিল ৩০.০৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার। ইউএস ডলারের স্পট (Spot) ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য Crawling Peg Exchange

Rate System (CPERS) চালুর ফলে বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা, কারেন্সি সোয়াপ (Currency Swap) প্রবর্তন, Resident Foreign Currency Deposit (RFCD) Account এর ক্ষেত্রে সুদহারসহ সুবিধাদি আকর্ষণীয়করণ, রপ্তানি বৃদ্ধি, আমদানি যৌক্তিকীকরণ, ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণের ক্ষেত্রে নগদ প্রণোদনা ও CPERS এর আওতায় ডলারের দাম বাড়ানোর ফলে প্রবাস আয় বৃদ্ধি, আর্থিক খাতে সুদহার বৃদ্ধি- এসবের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আগামীতে ক্রমান্বয়ে উন্নত হবে বলে আশা করা যায়।

বিনিময় হার

বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গড় ভারিত বিনিময় হার ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ইউএস ডলারের বিপরীতে টাকার ১৫.২৪ শতাংশ অবচিতি হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারির তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারিতে ইউএস ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ১৩.০৬ শতাংশ অবচিতি হয়েছে। বিগত ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে টাকার গড় ভারিত মূল্যমান ছিল প্রতি ইউএস ডলারে ৯৯.৪৫ টাকা, যা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে দাঁড়ায় ১০৯.৯৬ টাকায়। বিগত ০৮ মে ২০২৪ তারিখে ইউএস ডলারের স্পট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য Crawling Peg Exchange Rate System চালু করা হয়েছে এবং এর আওতায় প্রতি ইউএস ডলারের বিনিময় মূল্য ১১৭.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

বৈশ্বিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বিভিন্ন খাত (প্রকৃত খাত, রাজস্ব খাত, মুদ্রা ও আর্থিক খাত এবং বহিঃ খাত) এর হালনাগাদ অবস্থা বিবেচনা করে ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (MTMF) প্রণয়ন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে জারি করা বৈশ্বিক জরুরি অবস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০২৩ সালের মে মাসে প্রত্যাহার করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশও সফলভাবে কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। তবে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল-গাজা সংঘাতসহ ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিশ্বব্যাপি সাপ্লাই চেইনে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় বাংলাদেশেও তার প্রভাব পড়েছে।

মধ্য মেয়াদে সরকার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল-গাজা সংঘাতসহ ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে সমাধান করবে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে, ২০৩০ এজেন্ডা-টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১), 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০', এবং 'ব্লু ইকোনমি' কৌশল বাস্তবায়ন করবে।

সরকার অর্থনৈতিক উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিপথ পুনরুদ্ধার করতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৭৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫.৮২ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং ২০২৪-২৫, ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬.৭৫, ৭.০ এবং ৭.২৫ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। জিডিপি'র পরিমাণ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫৫,৯৭,৪১৪ কোটি টাকা, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৬২,৪৯,২২৫ কোটি টাকা এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬৯,৮৫,৮৯৫ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি ৮.০ শতাংশ এবং পরবর্তী তিন অর্থবছরে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৫.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী তিন অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৩৩.৪১ থেকে ৩৪.৪৪ শতাংশের মধ্যে হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাতে বিনিয়োগ হবে ৫.৮৬ থেকে ৬.০৮ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ হবে জিডিপির ২৭.৩৪ থেকে ২৮.৫৪ শতাংশের মধ্যে।

এমটিএমএফ অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ৯.৫ শতাংশ হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে তা ৯.৭ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় জিডিপির ১৪.২ শতাংশ হবে, যা পরের তিন বছর ১৪.২ থেকে ১৪.৩ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৪.৭ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই ঘাটতি ক্রমান্বয়ে কমে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে তা জিডিপির ৪.৪ শতাংশ নেমে আসবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ ১০.০ শতাংশে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৯.০ শতাংশ হবে এবং পরের দুই

অর্থবছরে জিডিপির ১৩ থেকে ১৪ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি ৮.০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং পরবর্তী তিন অর্থবছরে তা ৮.০ থেকে ১০.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। আমদানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০.০ শতাংশ হ্রাস এবং পরের তিন অর্থবছরে তা যথাক্রমে ১০.০ শতাংশ, ৯.০ শতাংশ ও ৮.০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স ১০.০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং পরবর্তী তিন অর্থবছরেই এ বৃদ্ধি ৭.০ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও উৎপাদন/সরবরাহ, যৌক্তিক আর্থিক সম্প্রসারণ, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল-গাজা সংঘাতসহ ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সাপ্লাই চেইন বিঘ্নিত না হলে এবং বড় কোনো অর্থনৈতিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে আশা করা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি শীঘ্রই পূর্বের ধারাবাহিক স্থিতিশীল উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিপথে ফিরে আসবে। সারণি ১.২ এ ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছর পর্যন্ত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের প্রক্ষেপণ দেখানো হলো:

সারণি ১.২: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ

সূচকসমূহ	প্রকৃত				বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭
প্রকৃত খাত									
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৩.৪৫	৬.৯৪	৭.১০	৫.৭৮	৭.৫০	৫.৮২	৬.৭৫	৭.০০	৭.২৫
মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৬৫	৫.৫৬	৬.১৫	৯.০২	৬.০০	৮.০০	৬.৫০	৬.০০	৫.৫০
বিনিয়োগ (জিডিপি এর %)	৩১.৩	৩১.০	৩২.০	৩০.৯৫	৩৩.৭৫	৩০.৯৮	৩৩.৪১	৩৩.৬০	৩৪.৪৪
বেসরকারি (জিডিপি এর %)	২৪.০২	২৩.৭০	২৪.৫০	২৪.১৮	২৭.৪০	২৩.৫১	২৭.৩৪	২৭.৬৫	২৮.৫৮
সরকারি (জিডিপি এর %)	৭.৩০	৭.৩০	৭.৫০	৬.৭৭	৬.৩৫	৭.৪৭	৬.০৮	৫.৯৫	৫.৮৬
রাজস্ব খাত (জিডিপি এর %)									
মোট রাজস্ব আয়	৮.৪	৯.৩	৮.৪	৮.২	৯.৯	৯.৫	৯.৭	৯.৮	১০.০
কর রাজস্ব	৭.০	৭.৬	৭.৫	৭.৩	৮.৯	৮.৫	৮.৮	৯.১	৯.৩
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব	৬.৮	৭.৫	৭.৪	৭.১	৮.৫	৮.১	৮.৬	৮.৮	৯.০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৪	১.৭	০.৯	০.৯	১.০	১.০	০.৮	০.৮	০.৭
সরকারি ব্যয়	১৩.০	১৩.০	১৩.০	১২.৮	১৫.১	১৪.২	১৪.২	১৪.৩	১৪.৩
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৮	৪.৫	৪.৭	৪.৩	৫.২	৪.৯	৪.৭	৪.৬	৪.৬
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৪.৭	-৩.৭	-৪.৬	-৪.৬	-৫.২	-৪.৭	-৪.৬	-৪.৫	-৪.৪
অর্থায়ন	৪.৭	৩.৭	৪.৬	৪.৬	৫.২	৪.৭	৪.৬	৪.৫	৪.৪
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	১.৪	১.৪	১.৭	১.৮	২.১	১.৬	১.৭	১.৫	১.১
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.৩	২.৩	২.৯	২.৮	৩.১	৩.১	২.৯	৩.০	৩.২
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন)									
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৪.০	১০.১	১৬.২	১৫.৩	১৮.০	১৩.৯	১১.৭	১৪.০	১৪.০
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	৮.৬	৮.৩	১৩.৭	১০.৬	১৫.০	১০.০	৯.০	১৩.০	১৪.০
ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) সরবরাহ	১২.৬	১৩.৬	৯.৫	১০.৫	১৩.০	৯.৭	৯.২	১৩.০	১৩.০
বৈদেশিক খাত (% পরিবর্তন)									
রপ্তানি আয়, এফওবি (%)	-১৭.১	১২.৪	৩৩.৪	৬.৩	১২.০	৮.০	৮.০	১০.০	১০.০
আমদানি ব্যয়, এফওবি (%)	-৮.৬	১৯.৭	৩৫.৯	-১৫.৮	৮.০	-১০.০	১০.০	৯.০	৮.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	১২.৪	৩৬.১	-১৫.৬	২.৭	১০.০	১০.০	৭.০	৭.০	৭.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (জিডিপি এর %)	-১.২৬	-১.১০	-৪.০৫	-০.৭৪	-০.৯৩	১.২	০.৫৯	০.৭৫	০.৮২
বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ (বিলিয়ন ডলার)	৩৬.০৪	৪৬.৪০	৪১.৮	৩১.২	৪২.০	২৯.১	৩২.০	৩৫.১	৩৮.৩
সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মিটানোর মাস	৭.২	৭.৮	৫.২	৪.৬	৫.০	৪.৫	৪.৪	৪.৫	৪.৫
মেমোরেন্ডাম আইটেম									
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	৩১৭০৫	৩৫৩০২	৩৯৭১৭.১৬	৪৪৯০৮.৪২	৫০৩৯৩.১৪	৫০৪৮০.২৭	৫৫৯৭৪.১৪	৬২৪৯২.২৫	৬৯৮৫৮.৯৫

উৎস: এমটিএমএফ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/বিবিএস।